কুমির দেখলে কী করবেন এবং কী করবেন না

কী করবেন! ✓	কী করবেন না! ✗
কুমির আছে এমন কোনো জায়গায় গেলে বাড়তি সতর্ক থাকুন এবং জলের খুব কাছে যাওয়া থেকে বিরত থাকুন	কুমিরকে খাওয়াবার বা উত্যক্ত করার চেষ্টা করবেন না। খুব কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করবেন না কারণ এরা খুব দ্রুত আক্রমণ করতে পারে
কুমির দেখতে পেলে আপনার দলকে সতর্ক করুন। শান্ত থাকুন এবং প্রাণীটি থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন	কুমির আছে এমন জলাশয়ে সাঁতার বা জলক্রীড়া করবেন না
কুমির আছে এমন কোনো জায়গায় সতর্ক থাকুন এবং হাঁটা ও নৌকার নীচে নামা থেকে বিরত থাকুন। যদি জলে যেতেই হয়, তাহলে নৌকা ব্যবহার করুন এবং আপনার হাত এবং পা সুরক্ষিত রাখুন	কুমির আছে এমন এলাকায় চার পায়ের অঙ্গভঙ্গি করবেন না, এতে কুমির আপনাকে চতুষ্পদী প্রাণী ভাবতে পারে
নদী তীরবর্তী এলাকায় শুধুমাত্র দিনের বেলা যান	কুমির আছে এমন জলাশয়ে স্নান বা কাপড় কাচবেন না। ওই রকম এলাকায় মাছ, কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক বা চিংড়ি ধরা থেকে বিরত থাকুন
গবাদি পশুকে নদীর তীর থেকে কিছুটা দূরে চরান, যাতে পশুগুলি কুমিরের নাগালের মধ্যে না আসে	নদীর তীরে শৌচ করবেন না
কুমির যদি কিছুটা দূর থেকে আক্রমণ করে, তাহলে জোরে চিৎকার করুন যাতে আশপাশের লোক শুনতে পায় এবং তারপর দৌড়ে পালান বা গাছে উঠে পড়ুন	জল নেওয়ার জন্য প্রতিদিন নদীর ধারের একই জায়গায় যাওয়া থেকে বিরত থাকুন
অপরিচিত জলাশয়ে যাওয়ার আগে স্থানীয় মানুষের কাছে কুমিরের উপস্থিতি সম্বন্ধে জানুন	জনবসতির আশপাশের জলাশয়ে মাছ বা মাংসের বর্জ্যপদার্থ ফেলবেন না। কুমির এগুলির প্রতি আকর্ষিত হতে পারে
কুমির এলাকার সমস্ত সতর্কতা এবং উপদেশমুলক বিজ্ঞপ্তি মেনে চলুন এবং নির্দিষ্ট পথেই চলুন	সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের অনুমতি ছাড়া এবং গাইড ছাড়া কুমির সংরক্ষণ এলাকায় প্রবেশ করবেন না
জনবসতি এলাকায় কুমির দেখতে পেলে প্রাণীটিকে নজরে রাখুন। প্রাণীটিকে বিরক্ত না করে বনদপ্তরে খবর দিন	জলাশয়ের কাছাকাছি মাটির ঢিবির কাছে যাবেন না। কুমির এইরকম ঢিবিতে ডিম পাড়ে এবং ডিম বাঁচানোর জন্যে আক্রমণ করতে পারে
কুমির দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান	প্রতিশোধ নিতে কুমিরকে আক্রমণ করবেন না। দ্রুত বনদপ্তরে খবর দিন

ভারতে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রশমনে ইন্দো-জার্মান সহযোগিতা
২০১৭-২০২৩
একটি সমন্বয়পূর্ণ সহাবস্থান গ্রহণে
ভারতে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রশমনের পদ্ধতি

german cooperation DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT
Implemented by giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Ministry of Environment, Forest and Climate Change Government of India
FOREST DEPARTMENT KARNATAKA
Directorate of Forests Government of West Bengal
Centre for Environment Education
आज़ादी का अमृत महोत्सव
LiFE Lifestyle for Environment
G20

কুমির

কুমির

আইইউসিএন অবস্থা : দুর্বল

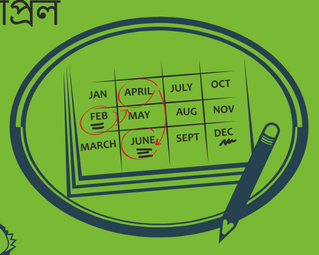

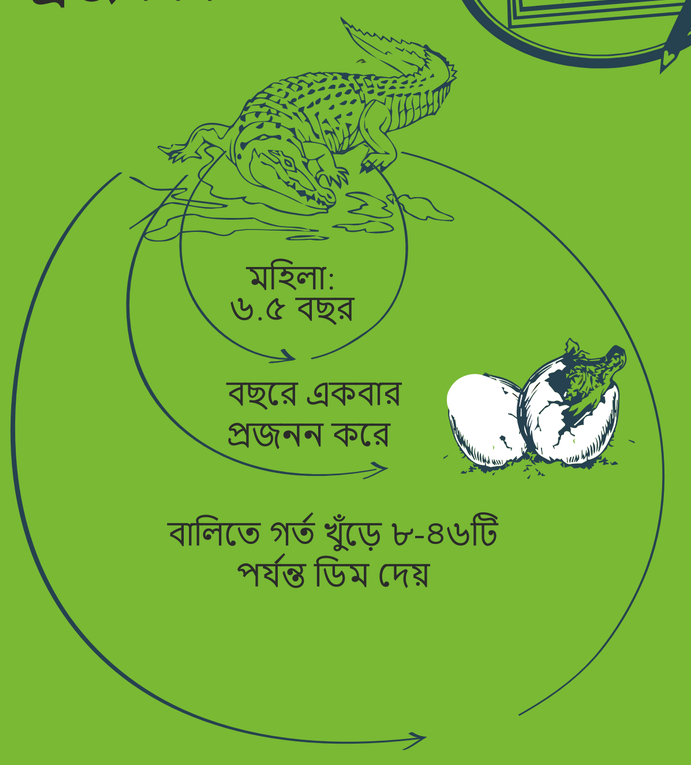

- নিশাচর কিন্তু দিনের বেলা শিকার করতে পারে
- মিঠা জলের হ্রদ, নদী এবং জলাভূমিতে বাস করে
- ভূমি এবং জল উভয় জায়গায় বাস করতে পারে
- সহজে দৃশ্যমান নয়; জমিতে ভালোভাবে ছদ্মবেশ ধারণ করে এবং জলে নিমজ্জিত থাকে
- ঠান্ডা রক্তের, রোদে নিজেকে গরম করার জন্য উপকূলে রোদ পোয়ায়
- গরম বা ঠান্ডা হলে পিছু হটতে গর্ত খনন করে স্বল্প দূরত্বে হঠাৎ গতিতে আক্রমণ হতে পারে
- খুব ধারালো দাঁত আছে, প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী কামড়
- ওৎ পাতা শিকারী, আশ্চর্য আক্রমণ শুরু করার আগে শিকারের কাছাকাছি আসার জন্য অপেক্ষা করে
- উত্তেজিত হলে আক্রমণাত্মক হতে পারে

বাসস্থান

মিঠা জল এবং লোনা জল বাস্তুতন্ত্র

প্রজনন

ডিম পাড়ে: ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল
ডিম ফুটে: এপ্রিল-জুন

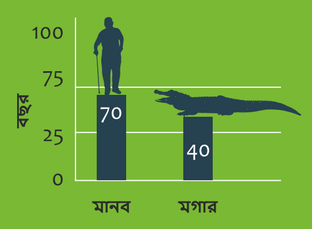

প্রজননকাল

গড় জীবদ্দশা

ঘড়িয়াল

অবস্থা : সমালোচনা মূলকভাবে বিপন্ন

- মানুষের জন্য বিপদজনক নয়, মাছ শিকার করে
- এর থুতুতে কন্দবৃদ্ধি থেকে এর নাম এসেছে, যা দেখতে অনেকটা 'ঘরা' বা ভারতীয় মাটির পাত্রের মতো
- পরিষ্কার জলাশয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক
- জমিতে দীর্ঘ দূরত্ব হাঠতে পারেনা, হুমকির ক্ষেত্রে অন্য জলপথে ছড়িয়ে পড়তে পারেনা
- জনসংখ্যার তীব্র হ্রাস, গুরুতরভাবে বিপন্ন

নোনা জলের কুমির

অবস্থা : ন্যূনতম উদ্বিগ্ন

- প্রধানত ভারতের পূর্ব উপকূলে এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে পাওয়া যায়; মোহনার লবণাক্ত জলে বাস করে
- ভারতে বিরল, শিকার এবং আবাসস্থল ধ্বংসের কারণে ১৯৬০ সালে জনসংখ্যার একটি বড় পতনের সম্মুখীন হয়েছিল
- মগার এবং ঘড়িয়ালের বিপরীতে গাছপালা ঢিপিতে বাসা তৈরি করে

ভারতের একমাত্র ওড়িশাতেই তিনটি প্রজাতির কুমির রয়েছে

তুমি কি জানো?

- কুমিরের উপস্থিতি একটি ভাল জলাশয়ের প্রমাণ
- বাসস্থান ক্ষতি, শিকার এবং প্রতিশোধমূলক হত্যা মগার জন্য প্রধান হুমকি
- ম্যানগ্রোভ পরিষ্কার করার জন্য কৃষি এবং জলজ পালন আবাসস্থল ক্ষতি ঘটাচ্ছে
- খরার সময় কুমির জলাশয়ের সন্ধানে দীর্ঘ দূরত্ব ভ্রমণ করতে পারে
- মগার একসময় ব্যাপক সংখ্যায় ছিল, কিন্তু আজ তাদের জনসংখ্যা মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে
- মাংস ও চামড়ার জন্য তাদের হত্যা করা হয়
- মানুষ কুমিরের আবাসস্থলে গবাদি পশু চরায়, যা সংঘর্ষের কারণ হয়
- বন্যার সময়, কুমিরগুলি শহুরে এলাকায় রাস্তায় এবং বাড়িতে ভেসে আসতে পারে। মগাররা বিশেষ করে বর্ষাকালে তৈরি অস্থায়ী পুলের মাধ্যমে যাতায়াত করে।
- ডিম- এর লিঙ্গ অণ্ডস্ফুটন সময় তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে

ভারতে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রশমনে ইন্দো-জার্মান সহযোগিতা
২০১৭-২০২৩
একটি সমন্বয়পূর্ণ সহাবস্থান গ্রহণে
ভারতে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রশমনের পদ্ধতি

german cooperation DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT
Implemented by giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Ministry of Environment, Forest and Climate Change Government of India
Directorate of Forests Government of West Bengal
LiFE Lifestyle for Environment

এশিয়ান হাতি

২৬০০০-২৯০০০
ভারতে জনসংখ্যা

আইইউসিএন স্ট্যাটাস
বিপন্ন

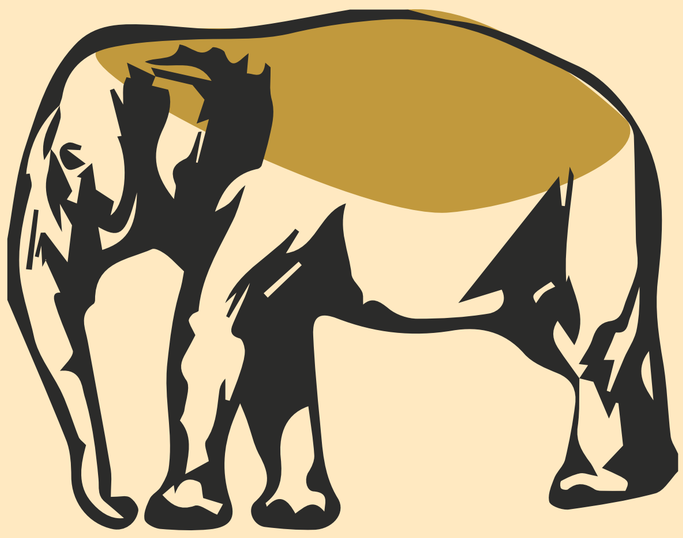

হাতির বাসস্থান
প্রসারিত পরিসর, ঘাস সমৃদ্ধ, শুষ্ক এবং আর্দ্র পর্ণমোচী আবাস পছন্দ করে

খাদ্যাভ্যাস
ঘাস, ডালপালা, বাকল, অঙ্কুর, এবং গুল্ম। প্রতিদিন ২৫০-৩০০ কেজি

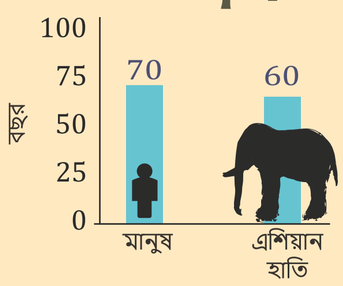

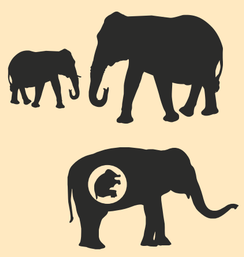

গড় জীবদ্দশা
৬০ বছর

প্রজনন বয়স
১৪ বছর

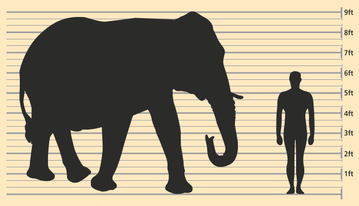

গর্ভাবস্থার সময়কাল
১৮-২২ মাস

উচ্চতা

ওজন
বাছুর: জন্মের সময় ১০০কেজি
প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা: ২৫০০-৪৫০০ কেজি
প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ: ৩০০০-৬০০০ কেজি
পুরুষ হাতি = ১

তুমি কি জানো?

- অত্যন্ত বুদ্ধিমান, অনুকরণ করতে এবং সরঞ্জাম ব্যবহার করতে পারে
- শুধুমাত্র পুরুষ এশিয়ান হাতিরই দাঁত থাকে। ব্যতিক্রম হল মাখনা, যারা দাঁতহীন পুরুষ হাতি
- যোগাযোগের জন্য এবং ধরার জন্য হাতি তার শুঁড় ব্যবহার করে
- একটি হাতির পাল প্রবীণ মহিলা হাতির নেতৃত্বে থাকে, যাকে 'মাতৃপতি' ও বলা হয়
- ভারতে বন্দী হাতির ইতিহাস রয়েছে যা ১০০০ বছর আগের
- হাতিদের ঘাম গ্রন্থি হয় না, নিজের উপর কাদা ফেলে, ঠাণ্ডা রাখতে পাখা হিসেবে বড় কান ব্যবহার করে
- হজমের কার্যকারিতা মাত্র ৪০%, ক্ষতিপূরণ দিতে ক্রমাগত ভোজন করে
- ছায়া অপরিহার্য এবং পানিশূন্যতা প্রতিরোধ করে
- দূষিত এবং পানীয় জল প্রয়োজন

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

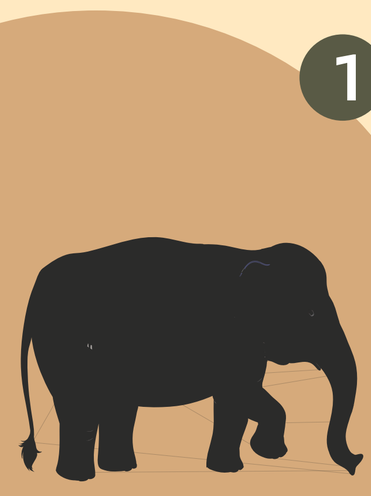

1. প্রতি বছর ১০০ টিরও বেশি হাতি মারা যায় মানুষের দ্বারা প্রতিশোধ এবং অন্যদের দ্বারা শিকারে
2. সব হাতি শস্য খায় না। বিকল্প ফসল এবং অস্থায়ী হাতি-অভেদ্য বাধা (ফসল পাকার সময়) ঘটনা হ্রাস করার জন্য স্থাপন করা যেতে পারে
3. মানুষের মৃত্যু বেশিরভাগই ঘটে আশ্চর্যজনক মুখোমুখি হওয়ার কারণে বা হাতির খুব কাছাকাছি যাওয়ার কারণে। আগাম সতর্কতা এবং হাতি এড়িয়ে চলা এধরণের ঘটনা রোধ করতে পারে
4. বন উজাড়, কৃষি সম্প্রসারণ, মানুষের দখলদারিত্বের কারণে হাতির সঙ্গে মানুষের সংঘর্ষ হচ্ছে

মাইগ্রেশন

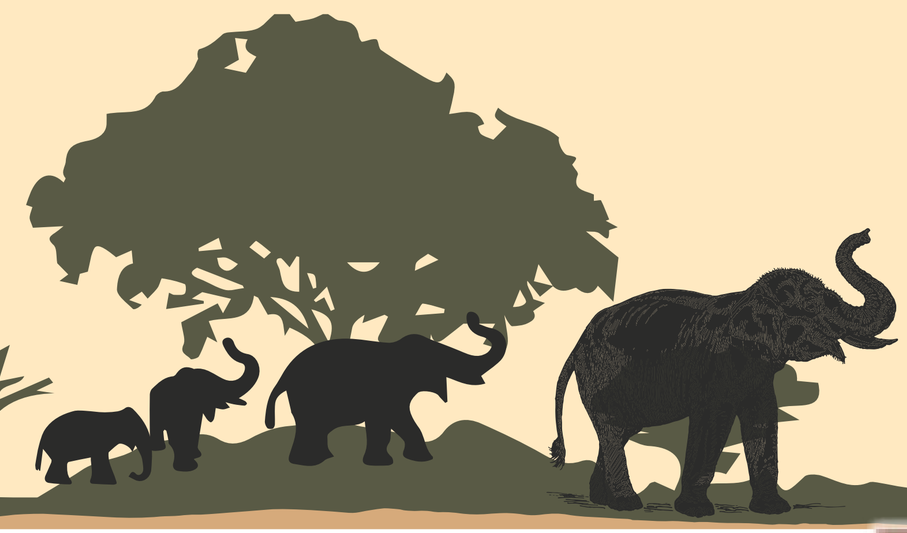

মাতৃপতিরা পরিযায়ী পথগুলি পরিষ্কারভাবে মনে রাখেন। আবাসস্থলের খণ্ডিতকরণ এবং অভিবাসন পথের বাধা মানব-হাতি সংঘর্ষের দিকে পরিচালিত করে। একজন মাতৃপতি বা একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের ক্ষতিও পশুপালের আচরণকে ব্যাহত করে, বিবাদকে আরও খারাপ করে তোলে

ভারতে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রশমনে ইন্দো-জার্মান সহযোগিতা
২০১৭-২০২৩
একটি সমন্বয়পূর্ণ সহাবস্থান গ্রহণে
ভারতে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রশমনের পদ্ধতি
german cooperation DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT
giz
Directorate of Forests Government of West Bengal
LiFE Lifestyle for Environment
G20

আপনি যদি আপনার এলাকায় হাতির সম্মুখীন হন

করণীয় ও অকরণীয়

হাতি দেখার সাথে সাথে আপনার গতি কমিয়ে দিন। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন কারণ তারা হুমকি বোধ করলে আক্রমণ করতে পারে

হাতির সাথে সেলফি বা কাছে ছবি তোলার চেষ্টা করবেন না বা কিছু খাওয়ানোর চেষ্টা করবেন না

জীবন, সম্পদ এবং ফসল বিপদগ্রস্থ হলে তাদের তাড়ানোর জন্য ড্রাম ব্যবহার কোরে উচ্চ শব্দ করুন

তাদের তাড়া করবেন না কারণ তারা আপনার উপোরে আক্রমন করতে পারে

হাতিরা রাস্তা পার হলে তাদের থেকে আপনার গাড়িকে একটু দূরে থামান এবং আপনার গাড়িটিকে ধীরে ধীরে পিছিয়ে নিন যাতে তারা রাস্তা পার হতে পারে

হাই বিম লাইট ব্যাবহার করবেন না। ইঞ্জিন বন্ধ করবেন না কারণ সেই প্রাণীটি আপনার ওপর আক্রমণ করলে আপনাকে গাড়িটি পেছাতে হতে পারে

সন্ধ্যা এবং ভোরের সময় সতর্ক থাকুন এবং যেখানে হাতি থাকতে পারে সেখানে ধীরে ধীরে গাড়ি চালান

সংবেদনশীল সম্পর্কে সতর্কতা সংকেত উপেক্ষা করবেন না

কাটা ঝোপগুলিকে বেড়া হিসেবে ব্যবহার করুন এবং খামারের চারপাশে পরিখা তৈরি করে হাতির আক্রমণ থেকে বাঁচান

আপনার খামারের দাঁড়িয়ে থাকা ফসল অবিচ্ছিন্নভাবে রেখে দেবেন না

হাতিদের আকৃষ্ট করতে পারে এমন গাছ থেকে পাকা ফল সরিয়ে দিন

বাড়ির বাইরে বা মাটির ঘরে মুদি এবং রেশন সংরক্ষণ করবেন না। পাক্কা বাড়িতে শস্য ইত্যাদি সংরক্ষণ করুন

যদি আপনার বাড়ির কাছে হাতি উপস্থিত থাকে এবং হুমকিমূলক আচরণ দেখায়, তবে ধীরে ধীরে বাড়ির ভিতরে যান এবং তাদের সরে যাওয়ার জায়গা দিন

যদি বাড়ির কাছে হাতি থাকে রাতে দরজা খুলবেন না বা ঘর থেকে বের হবেন না

আপনি যদি মানুষের এলাকায় একটি হাতি দেখতে পান, বন বিভাগের হেল্পলাইন নম্বরগুলিতে কল করুন

বনদপ্তর দ্বারা হাতির গতিবিধির নথি সঠিকভাবে রাখুন এবং হাতি আছে এমন এলাকা এড়িয়ে চলুন

ভারতে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রশমনে ইন্দো-জার্মান সহযোগিতা
২০১৭-২০২৩
একটি সমন্বয়পূর্ণ সহাবস্থান গ্রহণে
ভারতে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রশমনের পদ্ধতি

german cooperation DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Implemented by giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Ministry of Environment, Forest and Climate Change Government of India

Directorate of Forests Government of West Bengal

आज़ादी का अमृत महोत्सव

LiFE Lifestyle for Environment

G20

গৌর দেখলে কী করবেন এবং কী করবেন না

কী করবেন!

- গৌর থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। গৌর সাধারণত মানুষের থেকে দূরে থাকতে পছন্দ করে
- জঙ্গলে একা হাঁটার সময় সঙ্গে একটি লাঠি রাখুন এবং ওটার সাহায্যে আওয়াজ করুন, যাতে গৌর আপনার উপস্থিতি বুঝতে পেরে আগেই সরে যায়
- গৌরের সাথে হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে পড়লে আস্তে আস্তে পিছিয়ে আসুন
- গৌর আপনার কাছাকাছি চলে এলে জোরে আওয়াজ করুন। নিরাপদ দূরত্বে সরে না আসা পর্যন্ত প্রাণীটির ওপর নজর রাখুন
- গৌর এলাকায় আস্তে গাড়ি চালান এবং নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন
- গ্রামে বা রাস্তায় গৌর দেখলে শান্তি বজায় রাখুন। গৌরটি না সরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন বা গৌরটিকে রাস্তা ছেড়ে দিন
- চাষবাস এবং রান্নার বর্জ্যপদার্থগুলি ঢেকে রাখুন বা সেগুলির থেকে সার তৈরি করুন। পরিবেশবান্ধব বর্জ্য নিষ্কাশন পদ্ধতি ব্যবহার করুন
- আহত হলে তৎক্ষণাৎ নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান

কী করবেন না!

- ভোরে বা সন্ধ্যের পর গবাদিপশুর খাবার বা অন্যান্য বনজ সম্পদ সংগ্রহ করতে জঙ্গলে যাবেন না কারণ ওই সময়ই বেশির ভাগ সংঘর্ষের ঘটনাগুলি ঘটে
- গৌরের সাথে মুখোমুখি হলে হঠাৎ দৌড়ে পালাবেন না, এতে প্রাণীটি আপনাকে তাড়া করতে পারে। যার ফলে আপনি আহত হতে পারেন
- বাচ্চা গৌরের কাছাকাছি যাবেন না কারণ পূর্ণবয়স্ক গৌর বাচ্চার প্রতি রক্ষণশীল হয় এবং বিপদ বুঝে আক্রমণ করতে পারে
- আক্রমণ করলে কোনো গাছ বা পাথরের পিছনে আশ্রয় নিন। গাছে উঠে পড়তে পারলেও বেঁচে যেতে পারেন
- গাড়ি থেকে নামার বা তাড়া করার চেষ্টা করবেন না, এতে ওরা বিরক্ত হতে পারে
- রাস্তা আটকে বা ওদের পথ পরিবর্তন করতে বাধ্য করে বিরক্ত করবেন না
- গৌরকে তাড়াতে পাথর ছুঁড়বেন না, এর ফলে তারা আত্মরক্ষার জন্য আক্রমণ করতে পারে
- কৃষিজমির কাছে বা গ্রামের মধ্যে বর্জ্যপদার্থ ফেলবেন না। গৌর খাবারের সন্ধানে বর্জ্যপদার্থের প্রতি আকর্ষিত হতে পারে

ভারতে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রশমনে ইন্দো-জার্মান সহযোগিতা
২০১৭-২০২৩
একটি সমন্বয়পূর্ণ সহাবস্থান গ্রহণে
ভারতে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রশমনের পদ্ধতি

গৌর (বন্য ষাঁড়)

অবস্থান: বিপদসংকুল

বাসস্থান: জঙ্গলাবৃত পার্বত্য অঞ্চল ও তৃণভূমি

গড় সংখ্যা:

পৃথিবী জুড়ে:	প্রায় ৩০,০০০
ভারত:	প্রায় ২৮,০০০

- অস্তিত্ব বজায়কারী ষাঁড় প্রজাতিদের মধ্যে সবচেয়ে **বৃহত্তম** ও সবচেয়ে ভারী
- লিঙ্গগতভাবে দ্বিরূপী, **পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই শিং বর্তমান**
- প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের চকচকে কালো লোম থাকে যার সাথে আলগা চামড়া গলা থেকে পা পর্যন্ত ঝুলে থাকে
- প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীরা সরু সিং সহ, গাঢ় বাদামী রঙের হয়
- সকালে এবং সন্ধ্যায় বেশিরভাগ সক্রিয়; **মানব অধ্যুষিত এলাকায় নিশাচর**
- বিপদের সময় শিং দিয়ে **আক্রমণ করার জন্য মাথা এবং পিছনের দিক নিচু করে**
- শঙ্কিত হলে নাসিকা গর্জন বা 'হুসলিং স্নর্ট' নামে পরিচিত একটি আওয়াজ দেয়
- বিশাল আকার ছাড়াও **খুব লাজুক ও শান্ত প্রকৃতির**
- **খুব কমই আক্রমণ করে** যদি না উত্তেজিত করা বা ঘনিষ্ঠভাবে নিকটে যাওয়া হয়

গড় আয়ু:

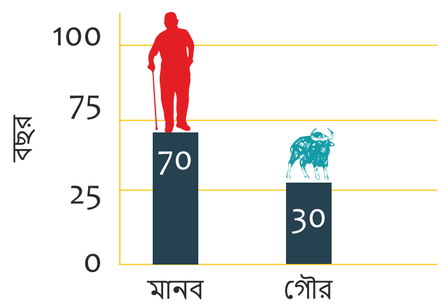

খাদ্যাভ্যাস:

শ্রেণীর গঠন:

ঋতুভেদের ওপর বাসস্থান পরিবর্তিত হয়ে থাকে

৮-১১ স্ত্রীর সাথে একটি ষাঁড়

মিলনের সময়কাল:
অনেক পুরুষেরা
দলে যোগ দেয়

মিলনের পরবর্তী সময়কাল:
পুরুষেরা দল থেকে বেরিয়ে যায়

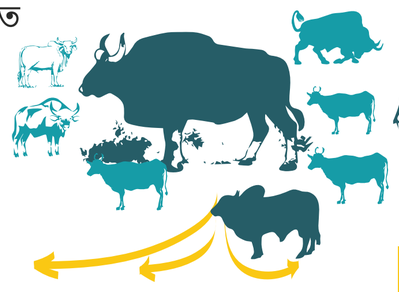

প্রজনন:

প্রজনন বছরব্যাপী হয়, তবে সাধারণত ডিসেম্বর এবং জুনের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায় হয়ে থাকে

প্রজননের সময়কালে ১.৬ কিলোমিটার দূর থেকে পুরুষের ডাক শোনা যায়

প্রজননের বয়স:

২-৩ বছর

গর্ভধারণকাল:
৯ মাস → একজন মহিলা প্রতি ১-১.৫ বছরে প্রজনন করে

এক সময়ে ১টি বাছুর

ওজন: ২৩ কেজি

১টি গৌর শাবক = ১০টি মানব শিশু

গড় ওজন: ১,০০০ কেজি
গড় উচ্চতা: ১.৯ মি

তুমি কি জানো?

- গৌর **উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণ** এবং ভূমিরূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে **বাস্তুতন্ত্রের** গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করে
- গৌর শিকার করা হয়ে থাকে পশুর শৌখিন দ্রব্য, শিং, খেলাধুলা এবং কিছু কিছু জায়গায় মাংসের জন্য
- গৌররা গবাদি পশুর রোগ যেমন রাইন্ডারপেস্ট এবং পা ও মুখের রোগে আক্রান্ত হয়
- **বাসস্থানের ক্ষতি** হল এই প্রজাতির প্রাণীদের কাছে সবচেয়ে বড়ো একটা হুমকি
- গৌর-মানব দ্বন্দ্ব আগে গুরুতর সমস্যা ছিল না, তবে আবাসস্থল হ্রাসের কারণে এটি একটি সমস্যা হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে
- যেহেতু গৌররা লাজুক, তাই দ্বন্দ্ব **মূলত বনের গ্রামে ফসলের ক্ষতি** এবং বলপূর্বক অনধিকার প্রবেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ
- **ক্ষতিপ্রাপ্ত আবাসস্থলের পুনরুজ্জীবন** গৌর-মানব দ্বন্দ্ব কমাতে পারে

ভারতে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রশমনে ইন্দো-জার্মান সহযোগিতা
২০১৭-২০২৩
একটি সমন্বয়পূর্ণ সহাবস্থান গ্রহণে
ভারতে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রশমনের পদ্ধতি

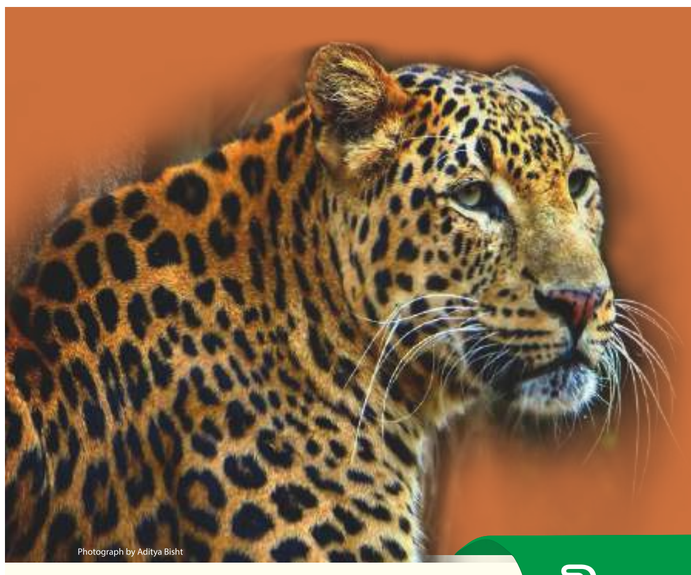
Photograph by Aditya Bisht

চিতাবাঘ দেখলে কি করবেন এবং করবেন না

কী করবেন!

চিতাবাঘ অধ্যুষিত এলাকায় দলবদ্ধ হয়ে বেরোলে বা একা বেরোলে,গান বাজাবেন, আওয়াজ করবেন তাহলে এইসব প্রাণীরা মানুষের অস্তিত্ব বুঝতে পেরে সতর্ক হয়ে দূরে সরে যাবে

গবাদি পশুদের বনে না ছেড়ে আস্তাবলেই খাওয়ানোর ব্যবস্থা করুন

আপনি যদি পথে একটি চিতাবাঘ দেখতে পান তবে তাকে পথ দিন। চিতাবাঘ সবসময় একটি হুমকি নয়

চিতাবাঘ সুরক্ষিত বেড়ার আড়ালে সমস্ত পশুসম্পদ গচ্ছিত রাখুন

আবর্জনার বিনগুলিকে ঢেকে রাখুন এবং একটি দক্ষ আবর্জনা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা বজায় রাখুন কারণ আবর্জনা বিপথগামী কুকুর, তৃণভোজী প্রাণী এবং অন্যান্য প্রাণীকে মানুষের বাসস্থানে আকৃষ্ট করে যা ফলস্বরূপ চিতাবাঘকে আকর্ষণ করতে পারে

আপনার বাড়ির চারপাশে ঝোপ-ঝাড় এবং লম্বা ঘাস পরিষ্কার রাখুন, এটি আপনার বাড়ির কাছাকাছি লুকিয়ে থাকা চিতাবাঘকে প্রতিরোধ করবে

সন্ধ্যা এবং রাতে আপনার বাড়ির চারপাশ আলোকিত রাখুন এবং আপনি যখন খুব ভোরে বা গভীর রাতে বের হন তখন সর্বদা একটি টর্চ লাইট নিয়ে বের হন

মা ছাড়া শাবক দেখলে বন বিভাগকে জানান । বাচ্চা শাবক তুলে নেবেন না কারণ মা কাছাকাছি থাকতে পারে এবং আক্রমণ করতে পারে

চিতাবাঘ মানুষের বাসস্থান, ভবন বা বাড়িতে প্রবেশ করলে বন বিভাগকে জানান

কী করবেন না!

খুব ভোরে, গভীর সন্ধ্যায় বা রাতে বনের মধ্যে বা আশেপাশে গবাদি পশু চড়াবেন না। কারণ তখন চিতাবাঘ সবচেয়ে বেশি সক্রিয় থাকে

যেখানে চিতাবাঘ দেখা যায় সেই এলাকার কাছে যাবেন না। চিতাবাঘ নিজে থেকে সরে যেতে পারে। অন্য লোকেদের জানান যাতে তারা একটি নির্দিষ্ট এলাকা বা রাস্তা এড়াতে পারে

আপনার বাড়ির কাছে ছোট বাচ্চাদের অযত্নে রাখা বা গ্রামের রাস্তায় তাদের একা পাঠানো এড়িয়ে চলুন

পোষা কুকুরকে বেঁধে রাখবেন না বা রাতে খোলা জায়গায় তাদের অসুরক্ষিত ছেড়ে দেবেন না, কারণ চিতাবাঘ তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়

বাইরে অন্ধকারে একা বেরোবেন না, বাচ্চাদের খেলতে দেবেন না এবং বয়স্ক লোকেদের পাঠাবেন না

আতঙ্ক বা আগ্রাসনের কোন চিহ্ন দেখাবেন না এবং চিতাবাঘের সামনে কোনো নড়াচড়া করবেন না কারণ এটি আপনাকে শিকারী প্রাণী মনে করে আক্রমণ করাতে পারে

খোলা জায়গায় মলত্যাগ এড়িয়ে চলুন এবং প্রসাধনপ্রণালী ব্যবহার করুন

চিতাবাঘ উদ্ধার অভিযানের কাছে ভিড় করবেন না বা ছবি ও ভিডিও তোলার চেষ্টা করবেন না উদ্ধারকারী দলগুলিকে বাধা না দিয়ে তাদের কাজ চালানোর অনুমতি দিন

যদি একটি চিতাবাঘ মানুষের বাসস্থানে প্রবেশ করে তবে চিতাবাঘের কাছাকাছি যাবেন না বা তাকে ঘিরে ফেলবেন না কারণ এতে সে একটি ভিড়ের হুমকিতে আক্রমণ করতে পারে

ভারতে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রশমনে ইন্দো-জার্মান সহযোগিতা
২০১৭-২০২৩
একটি সমন্বয়পূর্ণ সহাবস্থান গ্রহণে
ভারতে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রশমনের পদ্ধতি

german cooperation DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT
Implemented by giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Ministry of Environment, Forest and Climate Change Government of India
FOREST DEPARTMENT KARNATAKA
Directorate of Forests Government of West Bengal
Centre for Environment Education
आज़ादी का अमृत महोत्सव
LiFE Lifestyle for Environment
G20

চিতাবাঘ

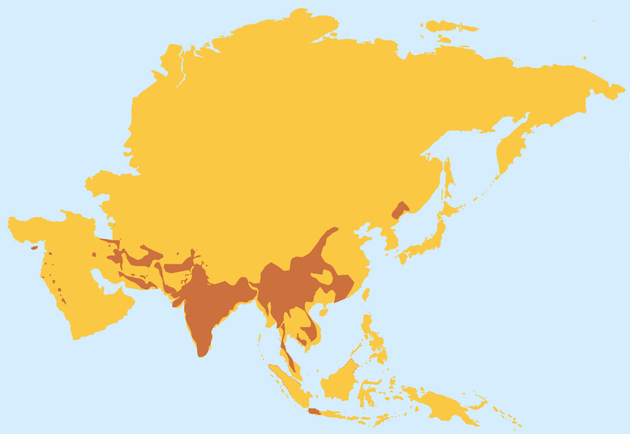

এশিয়ায় বাসস্থান

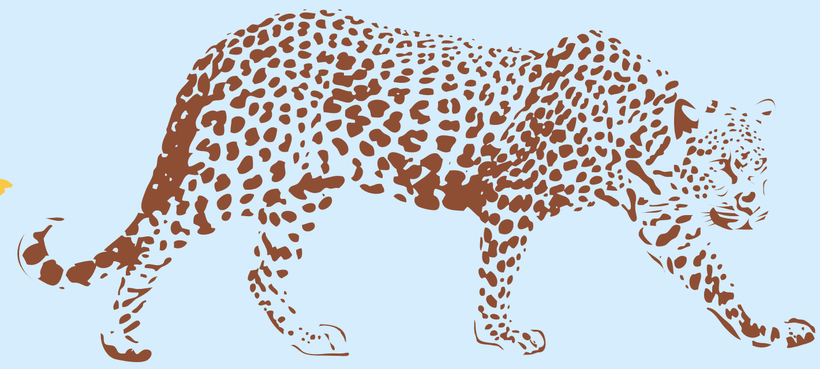

ভারতে জনসংখ্যা
১২০০০-১৪০০০
অবস্থা: দুর্বল

প্রজনন

- শিকার প্রজাতির জন্মের শিখর প্রজনন মৌসুমের সাথে মিলে যায়
- সারা বছর প্রজনন করতে পারে, ডিসেম্বরে প্রজনন সর্বোচ্চ হয়

গড় জীবদ্দশায়

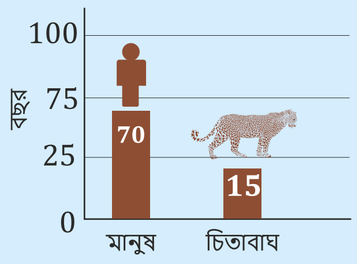

প্রজনন বয়স

মহিলা **১৪-৩৬** মাস পুরুষ **২৪-২৮** মাস

গর্ভধারণকাল

৩ - ৩.৫ মাস ➡ প্রতি মহিলা প্রতি **২-৩** বছরে প্রশব করে

চিতাবাঘের বাচ্চা

প্রতি প্রসবে **২ - ৩** জন

- নির্জন এবং আঞ্চলিক প্রাণী
- প্রাথমিকভাবে নিশাচর কিন্তু দিনের বেলা সক্রিয় হতে পারে
- যোগাযোগের জন্য ঘ্রাণ চিহ্ন এবং কণ্ঠস্বর ব্যবহার করে এবং অঞ্চল চিহ্নিত করতে গাছের আঁচড় ব্যবহার করে
- ত্তৎ পাতা শিকারী, শিকারকে আড়াল করতে এবং আক্রমণ করতে ঝোপঝাড় বা অন্ধকারের সাহায্য নিয়ে থাকে
- শিকার সনাক্ত করতে গাছের উপর ব্যবহার করে। গাছপালার আড়ালে শিকার করে
- বড় প্রাণীদের গাছের উপরে টেনে আনার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী
- ভালো সাঁতারু, জলে মাছ ও কাঁকড়া শিকার করতে পারে
- অত্যন্ত অভিযোজনযোগ্য, মানুষের ব্যবহারযোগ্য এলাকার কাছাকাছি বসবাস করতে পারে যেখানে গাছপালা আবরণ বিদ্যমান
- কুকুর এবং অন্যান্য প্রাণীদের আক্রমণ করে যারা খোলা আবর্জনার স্তূপে আকৃষ্ট হয়

তুমি কি জানো?

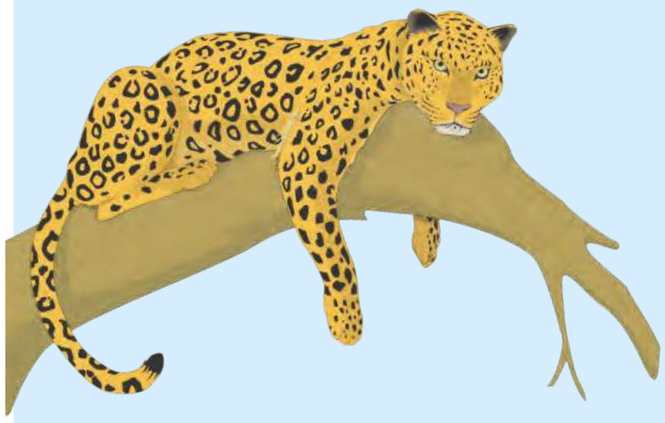

চিতাবাঘের কালো দাগ থাকে যাকে রোজেট বলে, যা তারা ছদ্মবেশে ব্যবহার করে

এমনকি মেলানিস্টিক চিতাবাঘেরও দাগ থাকে, যা শরীরের কালো রঙের কারণে সহজে দেখা যায় না

বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখতে চিতাবাঘ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা মানুষকে খাদ্য, জল এবং অন্যান্য সংস্থান সরবরাহ করে

চিতাবাঘ সুবিধাবাদী প্রাণী এবং যে কোনও ছোট প্রাণী, অনুপস্থিত শিশু বা বৃদ্ধ লোকদের আক্রমণ করতে পারে

বেশিরভাগ মানুষের আক্রমণ দুর্ঘটনাজনিত কারণে অথবা চিতাবাঘকে ঘেরাও বা আবদ্ধ করার কারণে ঘটে

তারা বেশিরভাগই সহজ শিকার পছন্দ করে। যখন প্রাকৃতিক শিকার পাওয়া যায় না তখন তারা গবাদি পশু বা কুকুর খায়

চিতাবাঘ এবং মানুষের দ্বন্দ্বের একটি বড় কারণ পশু সম্পত্তি কে বনে চরানো

চিতাবাঘ আঞ্চলিক প্রাণী। বনের ক্ষতির কারণে, চিতাবাঘ অন্যান্য শক্তিশালী এবং ছোট চিতাবাঘের দ্বারা বর্জিত হয়ে মানুষের বসতির দিকে এগিয়ে যায়

ভারতে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রশমনে ইন্দো-জার্মান সহযোগিতা
২০১৭-২০২৩
একটি সমন্বয়পূর্ণ সহাবস্থান গ্রহণে
ভারতে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রশমনের পদ্ধতি

german cooperation DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT
Implemented by giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Ministry of Environment, Forest and Climate Change Government of India
FOREST DEPARTMENT KARNATAKA
Directorate of Forests Government of West Bengal
Centre for Environment Communication
आज़ादी का अमृत महोत्सव
LiFE Lifestyle for Environment
G20

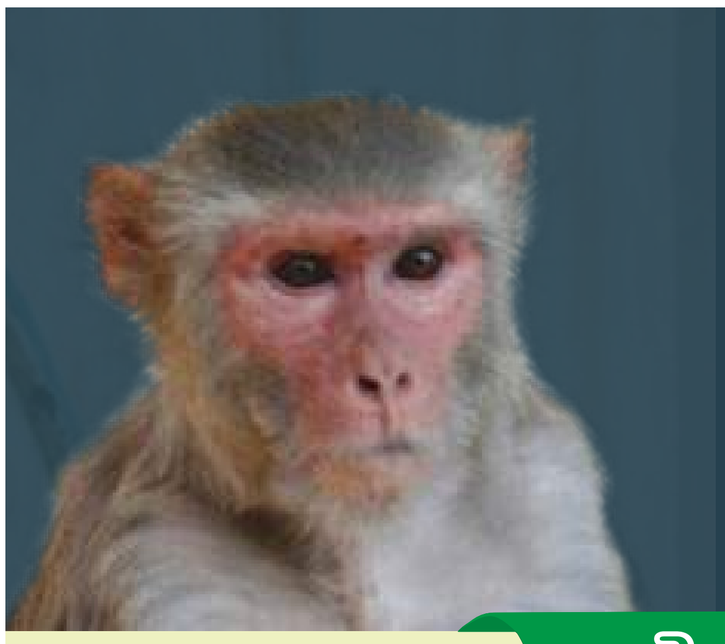

করণীয় ও অকরণীয়

বানরদের সাথে ঘনিষ্ঠ সাক্ষাতের সময়!

করণীয়!

- আপনার আশেপাশের বানরদের তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য ড্রাম থেকে জোরে আওয়াজ করুন
- বানরের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন এবং তাদের যেতে দিন
- বানরের আশেপাশে থাকলে দলে দলে হাঁটুন
- তাদের আগ্রাসনের লক্ষণ বুঝুন। বানররা আগ্রাসন থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরের মুখের হুমকি, হাঁটু বা পায়ে আঁকড়ে ধরা এবং শেষ পর্যন্ত কামড়ানো অব্দি বেড়ে যায়, যা গুরুতর হতে পারে
- শান্ত থাকুন এবং ঝাঁকুনি ছাড়াই ধীরে ধীরে দূরে সরে যান
- আপনি যে খাবারটি বহন করছেন তা ফেলে দিন, যদি বানররা আপনার কাছাকাছি আসে
- প্লাস্টিকের ব্যাগে খাদ্য সামগ্রী বহন করা এড়িয়ে চলুন এবং পরিবর্তে কাঁধের ব্যাগ বা ব্যাকপ্যাক ব্যবহার করার চেষ্টা করুন। দৃশ্যমান খাবার বানরদের তাদের ছিনিয়ে নিতে প্ররোচিত করতে পারে
- আপনার বাড়ি সুরক্ষিত করতে বানর রোধক গ্রিল এবং বেড়া ব্যবহার করুন। অ্যালার্ম, সিসিটিভি এবং অন্যান্য সুরক্ষা ব্যবস্থা একত্রিত ব্যবহার করুন
- আপনার আবর্জনার ডাম্পগুলি ঢেকে রাখুন এবং তালা দিন কারণ তারা বানরদের জন্য উচ্চ-পুষ্টিকর খাবারের উৎস
- বানরের সাথে মুখোমুখি হওয়া এড়াতে বিভিন্ন শাব্দিক, চাক্ষুষ, ঘ্রাণ এবং স্পর্শকাতর পদার্থ বা কৌশল ব্যবহার করুন। বানরকে আহত বা হত্যা করতে পারে এমন পদার্থ বা কৌশল ব্যবহার করবেন না

অকরণীয়!

- দৃষ্টি সংযোগ করবেন না এবং বানরদের দিকে পাথর নিক্ষেপ করবেন না কারণ তারা আক্রমণাত্মকভাবে আক্রমণ করতে পারে
- একটি বানরকে আঘাত করার জন্য লাঠি ব্যবহার করবেন না কারণ, আপনাকে আক্রমণ করতে পারে
- হাসবেন না এবং বানরদের দাঁত দেখাবেন না, কারণ তারা এটিকে একটি বন্ধুত্বহীন অঙ্গভঙ্গি হিসাবে দেখে। তারা এটিকে হুমকি হিসাবে দেখে এবং আগ্রাসন দেখায়। তাদের বিরক্ত করবেন না বা তাদের দিকে অঙ্গভঙ্গি করবেন না
- তাদের কাছ থেকে পালিয়ে যাবেন না বা ভয় দেখাবেন না কারণ তারা আপনাকে তাড়া করতে পারে
- শিশু বানরকে স্পর্শ করার চেষ্টা করবেন না কারণ মা বানর তাদের বাচ্চাদের খুব সুরক্ষিত রাখে এবং আপনাকে কামড়াতে পারে
- দেখাবেন না আপনি তাদের কাছ থেকে খাবার লুকিয়ে রাখছেন। আপনার যদি কোনও খাবার না থাকে তবে আপনি খাবার লুকিয়ে রাখছেন না তা দেখানোর জন্য ভয় না পেয়ে আপনার হাতের তালু দেখান
- সহানুভূতিশীল বা ধর্মীয় কারণে বানরকে খাওয়াবেন না বা তাদের সামনে খাবার খাবেন না। খাওয়ানো তাদের মানুষকে খাদ্য সরবরাহকারী হিসাবে দেখায়, তারা মানুষের ভয় হারায় এবং খাদ্য পেতে আক্রমণ করে
- দরজা-জানালা খোলা রাখবেন না কারণ বানরগুলি আপনার বাড়িতে প্রবেশ করতে পারে
- বানরগুলি কাছাকাছি থাকলে খোলা জায়গায় খাদ্য বর্জ্য ফেলবেন না, কারণ এটি তাদের আকর্ষণ করে এবং তাদের মানুষের কাছাকাছি এনে দ্বন্দ্ব বাড়ায়
- কামড় বা আঁচড়ের ক্ষেত্রে, ডাক্তারের দ্বারা নির্ধারিত ভ্যাকসিন এবং অন্যান্য ওষুধ পেতে দেরি করবেন না

ভারতে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রশমনে ইন্দো-জার্মান সহযোগিতা
২০১৭-২০২৩
একটি সমন্বয়পূর্ণ সহাবস্থান গ্রহণে
ভারতে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রশমনের পদ্ধতি

রিসাস ম্যাকাক

রিসাস ম্যাকাক

আইইউসিএন স্ট্যাটাস: ন্যূনতম উদ্বেগ

- সহজেই অনেক বাসস্থানের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়
- ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য এবং লাফানোর জন্য এর লেজ ব্যবহার করে
- সামাজিক দলে বসবাস করে পুরুষরা এক সৈন্য থেকে অন্য সৈন্যতে চলে যায় এবং মহিলারা সারা জীবন একই সৈন্যতে বসবাস করে
- আক্রমণাত্মক আচরণের মাধ্যমে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে যেমন মুখ খোলা হুমকি, টানা - টানি, ধাক্কা-ধাক্কি, কামড়, ইত্যাদি
- অত্যন্ত বুদ্ধিমান, মানুষের বাসস্থানের মধ্যে থাকতে শিখেছে
- চমৎকার চড়নদার তবে স্থলেই অনেকটা সময় ব্যয় করে
- সাঁতার জানে, জন্মের কয়েক দিনের মধ্যে অল্প বয়সীরা সাঁতার কাটতে পারে
- রিসাস ম্যাকাক মিথক্রিয়ার মাধ্যমে অন্যান্য দলের সাথে সামাজিকীকরণ করে যেমন গাদাগাদি করে এবং খেলা করে
- দিনের বেলা সক্রিয় কিন্তু অনেক ঘন্টা ব্যয় করে সামাজিকীকরণ এবং বিশ্রামে
- বনের বসবাসকারি বানরেরা বেশিরভাগ সময় কাটায় খাদ্য-সন্ধানে। জন্মের হার খাবারের প্রাপ্যতা অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়
- মানুষের উচ্চ পুষ্টির খাদ্য, বর্জ্য ডাম্পে আকর্ষণকারী হিসাবে কাজ করে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে অবদান রাখে

বাসস্থান: ব্যাপক

সহজেই অনেক বাসস্থানের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়।

দলবদ্ধ বাঁদরের দল মানুষের বাসস্থান পছন্দ করে

খাদ্যাভ্যাস: সর্বভুক

মানুষের বাসস্থানে বানরের ৯০% এরও বেশি খাদ্য মানুষের দ্বারা প্রভাবিত হয়

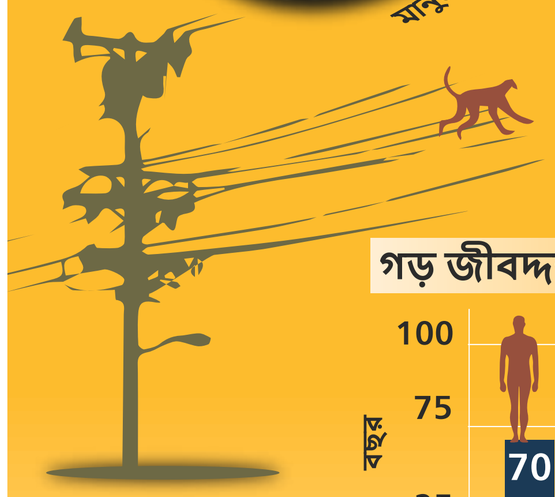

গড় জীবদ্দশায়:

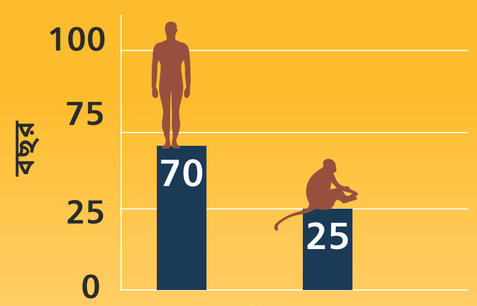

সৈন্যদের আকার:

সৈন্যদের আকার ১০ থেকে ৮০ জনের মধ্যে পরিবর্তিত হয়

> ২০০ জন থাকতে পারে যেখানে খাদ্য প্রচুর

প্রজননের বয়স:

২.৫-৪ বছর | গর্ভাবস্থার সময়কাল: ৫.৫ মাস

প্রতি মহিলা একটি শিশু প্রতি বছরে

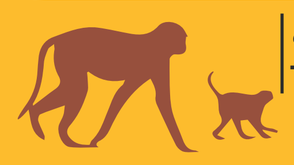

এক সময়ে একটি বাচ্চা যমজ বিরল

আকার:

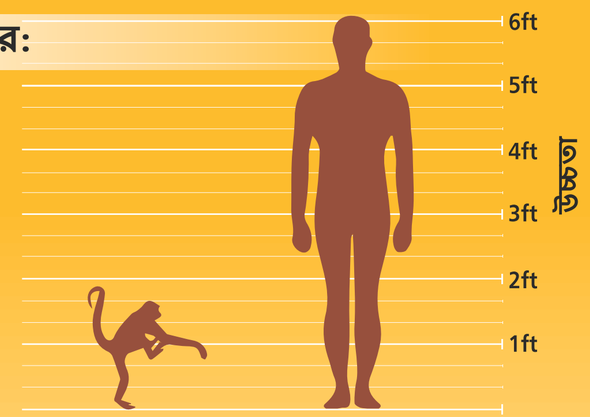

তুমি কি জানো?

ভারতে মানুষের পরে রিসাস ম্যাকাক সবচেয়ে ব্যাপকভাবে বিতরণ করা প্রাণীবর্গ

ফলের বিচ ছড়িয়ে দিয়ে তারা বাস্তুতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করে

একটি শক্তিশালী রৈখিক আধিপত্য পুরুষ এবং মহিলা উভয় ক্ষেত্রে আছে

বানর সৈন্যদের ক্রমাগত স্থানান্তর তাদের মধ্যে সৈন্য ভাঙ্গন এবং উচ্চচাপের দিকে পরিচালিত করে

মাকাক - মানুষের দ্বন্দ্ব খাবার খাওয়া থেকে শুরু করে সর্ষের ক্ষতি, ঘরে প্রবেশ এবং চুরি করা অপদি হয়ে থাকে

ধর্মীয় ও সহানুভূতিশীল কারণে মানুষ বানরকে খাওয়ায়। এটি বানরদের নির্ভরশীলতার দিকে পরিচালিত করে এবং তারা খাবার ছিনিয়ে নিতে বা মানুষকে আক্রমণ করতে শুরু করে।

ভারতে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রশমনে ইন্দো-জার্মান সহযোগিতা
২০১৭-২০২৩
একটি সমন্বয়পূর্ণ সহাবস্থান গ্রহণে
ভারতে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রশমনের পদ্ধতি

ভাল্লুক দেখলে কী করবেন এবং কী করবেন না

কী করবেন !

জঙ্গলে একা হাঁটার সময় সঙ্গে একটি লাঠি রাখুন এবং ওটার সাহায্যে আওয়াজ করুন, যাতে ভাল্লুক আপনার উপস্থিতি বুঝতে পেরে আগেই সরে যায়

মহুয়া ফুলের মত বনজ সম্পদ বাড়িতে নিরাপদ স্থানে রাখুন, যাতে ভাল্লুক আকৃষ্ট না হয়

কিছুটা দূরত্বে ভাল্লুকের সাথে হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে পড়লে আস্তে আস্তে পিছিয়ে আসুন

যদি আপনি জঙ্গলে ভাল্লুক দেখতে পান এবং ভাল্লুকটি আপনাকে না দেখে থাকে, তাহলে কোনো শব্দ না করে আস্তে আস্তে পিছিয়ে আসুন

কিছুটা দূরে ভাল্লুক দেখতে পেলে ওপরে হাত তুলে জোরে চিৎকার করুন। এতে ভাল্লুকটি আপনাকে শক্তিশালী বিপক্ষ ভেবে বিভ্রান্ত হয়ে আক্রমণ করবে না

গ্রামে বা গ্রামের নিকটবর্তী জঙ্গলে ভাল্লুক দেখতে পেলে বনদপ্তরে খবর দিন

আক্রান্ত ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান এবং বনদপ্তরে খবর দিন

কী করবেন না!

জঙ্গলে একা ঘুরবেন না

অন্ধকার থাকতে কেন্দুপাতা বা মহুয়াফুল সংগ্রহ করতে জঙ্গলে যাবেন না

আওয়াজ করবেন না বা দৌড়াবেন না, এতে ভাল্লুকটি ভয় পেয়ে আক্রমণ করতে পারে

ভাল্লুক তাড়া করলে প্রাণ বাঁচাতে গাছে উঠতে যাবেন না, কারণ ভাল্লুক খুব ভালো গাছে উঠতে পারে

ভাল্লুককে তাড়াতে পাথর ছুঁড়বেন না বা ফ্ল্যাশলাইট ব্যবহার করবেন না, এর ফলে সে আত্মরক্ষার জন্য আক্রমণ করতে পারে

সূর্য ওঠার আগে বা অন্ধকার নামার পর শৌচ কর্মের জন্য জঙ্গল বা জঙ্গলের ধারে যাবেন না। বাড়ির শৌচালয় ব্যবহার করুন

বাড়ির আশপাশে বা রাস্তায় বর্জ্যপদার্থ ফেলবেন না। ভাল্লুক খাবারের সন্ধানে বর্জ্যপদার্থের প্রতি আকর্ষিত হতে পারে

ভারতে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রশমনে ইন্দো-জার্মান সহযোগিতা
২০১৭-২০২৩
একটি সমন্বয়পূর্ণ সহাবস্থান গ্রহণে
ভারতে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রশমনের পদ্ধতি

স্লথ বিয়ার

বাসস্থান

শুষ্ক পর্ণমোচী বন, ভারতীয় উপমহাদেশে পাওয়া যায়

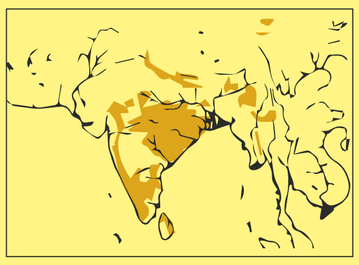

প্রজনন

প্রজনন ঋতু অবস্থান অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়

প্রজনন বয়স

৩.৫-৬ বছর

গর্ভধারণকাল

৬-৭ মাস

প্রতি ৩ বছরে পুনরায় উৎপাদন করে

প্রতি প্রসবে ১-২ টি বাচ্চা

তার পিঠে শাবক বহন করে
শাবক ১-২ বছর মায়ের সাথে থাকে

খাদ্যাভ্যাস:

উইপোকা, পিঁপড়া এবং অন্যান্য পোকামাকড়; চিনি সমৃদ্ধ ফল; ফুল; মধুচক্র; শিকড় এবং মূল

সর্বভুক এবং সুবিধাবাদী প্রাণী

অবস্থা

দুর্বল

জনসংখ্যা:

<১০,০০০ থেকে >২০,০০০

আচরণ

প্রকৃতিতে বেশিরভাগই একাকী। সারা রাত চারণ করে কিন্তু দিনের বেলা বিশ্রাম স্থানে ফিরে যায়। বিশ্রামের জন্য পাথুরে বা ভালো বনাঞ্চল পছন্দ করে

ভাল্লুকের দৃষ্টিশক্তি দুর্বল এবং শ্রবণশক্তি দুর্বল তাই তারা আমাদের উপস্থিতি টের পায় না যতক্ষণ না আমরা খুব কাছাকাছি না থাকি

গড় জীবদ্দশায়:

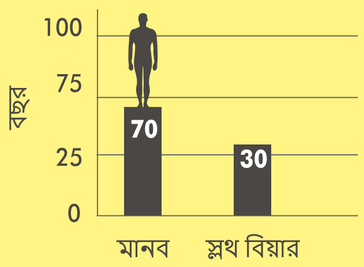

সর্বোচ্চ ওজন:

১৪০ কেজি = ৭০ কেজি + ৭০ কেজি

- গভীর সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত নিশাচর এবং সক্রিয়
- বুকে V বা Y আকৃতির চিহ্ন সহ ধুলো-কালো আবরণ রয়েছে
- সশব্দ; গর্জন এবং খাবারের জন্য খোঁড়াখুঁড়ি করে থাকে
- ধুলোবালি ও পোকামাকড়কে দূরে রাখতে পোকার বাসা বা গাছের মৌচাকে চড়ার সময় নাকের ছিদ্র বন্ধ করে
- গাছে আরোহণ করতে পারে এবং খাওয়ানোর জন্য মৌচাক ছিটকে দিতে পারে
- জন্ম দেওয়ার জন্য গুহা বা গর্ত খনন করে
- শাবক রক্ষা করার জন্য মায়েরা মানুষের উপর আক্রমণ করতে পারে
- যদি হুমকি দেওয়া হয়, শরীরের আকার বাড়াতে দুই পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং অস্ত্র হিসেবে নখর দেখায়
- ভালো ঘ্রাণ বোধ আছে কিন্তু কাছাকাছি দৃষ্টিসম্পন্ন
- মানুষের এলাকায় সহজে অভিযোজিত; আবর্জনা দ্বারা আকৃষ্ট হয়

তুমি কি জানো?

- স্লথ ভাল্লুক গুরুত্বপূর্ণ বাস্তুতন্ত্র পরিষেবা প্রদান করে যেমন বীজ বিচ্ছুরণ এবং উইপোকা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা
- সার্কাস এবং নাচের অনুষ্ঠানের জন্য ৪০০ বছরের ও বেশি সময় ধরে তাদের নির্মমভাবে শোষণ করা হয়েছে
- কৃষি, খনি, দখল, রৈখিক অবকাঠামো যেমন রাস্তা এবংচারণ তাদের আবাসস্থল ধ্বংস ও খণ্ডিত করেছে
- গ্রীষ্মকালে জলের অভাব ভাল্লুককে মানুষের এলাকায় ঠেলে দেয়
- মানুষের দ্বারা অত্যধিক সংগ্রহের কারণে ফল, মৌচাক এবং মহুয়ার মতো এনটিএফপি-এর প্রাপ্যতা হ্রাস, অলস ভাল্লুককে খাদ্যের জন্য মানব বসতিতে প্রবেশ করতে বাধ্য করে, যার ফলে সংঘর্ষ হয়
- তারা খাবারের সন্ধানে মাইলের পর মাইল হাঁটতে পারে এবং প্রায়শই গ্রামে ময়লা আবর্জনায় গিয়ে দাঁড়ায়
- মহুয়া ফুল এবং মধু সংগ্রহের সময় বনবাসীদের উপর ভাল্লুকের আক্রমণের সম্ভাবনা বেড়ে যায়, যখন অলস ভাল্লুকও খাদ্যের জন্য ফুলের প্রতি আকৃষ্ট হয়
- ঐতিহ্যবাহী ফসল থেকে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক ফসলের দিকে পাল্টানো বিবাদকে বাড়িয়ে দিয়েছে কারণ ভাল্লুক শক্তি-সমৃদ্ধ ফসলের প্রতি আকৃষ্ট হয়
- গ্রীষ্মকালে, মহুয়া সংগ্রহের সময়, শীতকালে কাঠ সংগ্রহের সময় এবং বর্ষাকালে মাশরুম সংগ্রহের সময় আক্রমণ ঘটে

ভারতে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রশমনে ইন্দো-জার্মান সহযোগিতা
২০১৭-২০২৩
একটি সমন্বয়পূর্ণ সহাবস্থান গ্রহণে
ভারতে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রশমনের পদ্ধতি

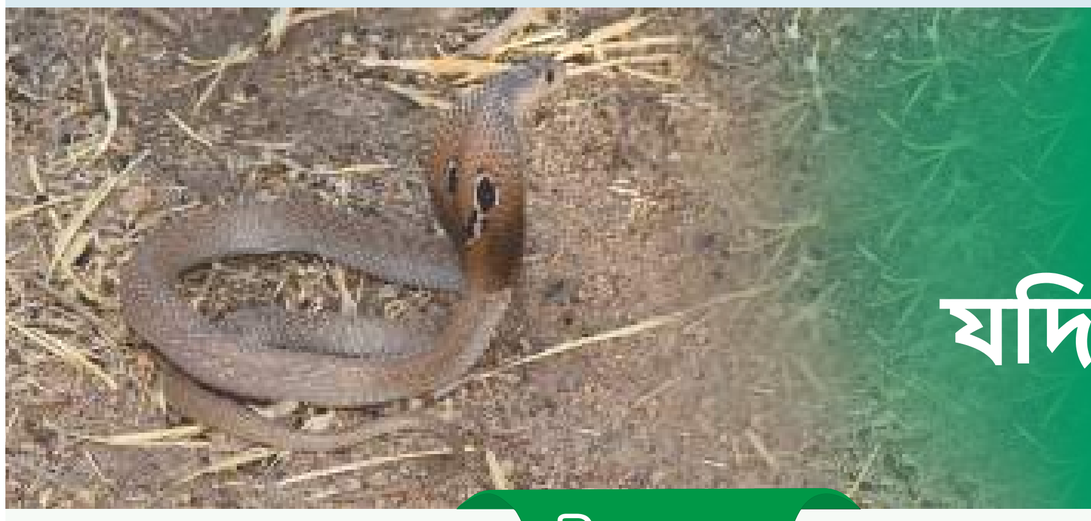

করণীয় ও অকরণীয়
যদি আপনি একটি সাপ দেখতে পান

কী করবেন! ✓	কী করবেন না! ✗
এটা জানা গুরুত্বপূর্ণ যে ভারতে বিপুল সংখ্যক সাপ নির্বিষ। এখানে মাত্র চারটি অত্যন্ত বিষাক্ত প্রজাতি রয়েছে: স্পেকট্যাকলড কোবরা, ভারতীয় ক্রাইট, রাসেল'স ভাইপার, এবং স-স্কেলড ভাইপার	সাপ দেখে ভয় পাবেন না বা দেখলেই মেরে ফেলার চেষ্টা করবেন না, কারণ বেশিরভাগ সাপই নির্বিষ এবং নিরীহ হয়। প্রকৃতপক্ষে তারা প্রধানত ইঁদুর খায় এবং তাদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে
গাছপালার ডাল লাঠি হিসেবে চালান বা মাঠে কাজ করার আগে মাটিতে মৃদু আঘাত দিন। এটি সাপকে সতর্ক করবে এবং যদি সাপ থাকে তাড়িয়ে দেবে	সাপের কামড় এড়াতে কৃষি ক্ষেত্রে বা চা কফি বাগানে খালি পায়ে কাজ করবেন না প্রতিরক্ষামূলক জুতো এবং বর্ম পরুন
গাছের গুড়ির ওপরে হাটা বা তার ওপর বসার আগে গাছের গুড়ির চারপাশ পরীক্ষা করুন। সন্ধ্যায় আলো নিয়ে বের হবেন	মেঝেতে ঘুমোবেন না; খাটে ঘুমান, মেঝেতে ঘুমোতে হলে চারদিকে মশারি লাগিয়ে ঘুমান
রাতে ঘোরাঘুরির সময় আলো ব্যবহার করুন বিশেষ করে নোংরা রাস্তা এবং মাটির রাস্তায়। ফসল কাটার সময় ও কৃষকদের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত	বাড়িতে খাদ্যশস্য খোলা রাখবেন না কারণ এটি ইঁদুরকে আকৃষ্ট করতে পারে, যা আপনার বাড়িতে সাপকে আকর্ষণ করে
সাপের দিকে নজর রাখার সময় তার থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন, সাধারণত সাপ নিজের থেকে স্থান ছেড়ে চলে যায়। যদি তা না হয় উদ্ধারকারী দলকে অবহিত করুন এবং উদ্ধারকারী দল না আসা পর্যন্ত সাপের ওপর নজর রাখুন	সাপকে দেখতে বা তার চারপাশে জড়ো হতে যাবেন না কারণ সাপটি প্রতিরক্ষা আক্রমণ করতে পারে
সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে শান্ত থাকুন এবং বিষ প্রতিরোধক আছে এমন নিকটস্থ হাসপাতালে দ্রুত যান। যদি সম্ভব হয় সনাক্তকরণের জন্য সাপের রঙ এবং শরীরের ধরন মনে রাখার চেষ্টা করুন	সাপের কামড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে এদিক ওদিক দৌড়াতে দেবেন না। সাপে কামড়ালে ক্ষত জায়গাটি কাটবেন না, পোড়াবেন না বা চুষবেন না, অঙ্গটি শক্তভাবে বেঁধে রাখবেন না কারণ এটি রক্ত সঞ্চালনকে গ্রাস করতে পারে এবং অঙ্গ হারাতে পারে
সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে আক্রান্ত অঙ্গটি স্থির করুন এবং সেটি হৃদয়ের নিচে রাখুন, শেষে একটি আলগা ব্যান্ডেজ দিয়ে ঢেকে দিন	আতঙ্কিত হবেন না এবং চিকিৎসার সহায়তা পেতে দেরি করবেন না, চিকিৎসার জন্য কোন তান্ত্রিক বা সর্পের কাছে যাবেন না কারণ এতে আপনার জীবন নষ্ট হতে পারে
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় ডান পা ভাঁজ করে তার বাম দিকে ঘুরিয়ে দিন। এটি দম বন্ধ করা থেকে রক্ষা করবে	ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির শরীরে আটোসাটা জিনিস রাখবেন না কারণ অঙ্গটি ফুলে গেলে তাতে চামড়া কেটে যেতে পারে
বাড়িতে সাপ ঢুকলে সাপ উদ্ধারকারী, এনজিও বা বনবিভাগ এর ফোন নাম্বারে ফোন করুন	নিজে সাপ সামলাবেন না বা ধরার চেষ্টা করবেন না কারণ এভাবেই অনেক মানুষেরা সাপের কামোড় খায়
ইঁদুর এবং সাপকে দূরে রাখতে সূক্ষ্ম তারের জাল দিয়ে দরজা, জানালার এবং খোলা ফাটল ঢেকে দিন	পেশাদার সাপ ধরা কারীদের কাছে সাপ উদ্ধারের দায়িত্ব দিয়ে দেবেন। সাপ ধরার চেষ্টা করবেন না
যেখানে নর্দমা জলমগ্ন হয়ে যায়, জল নিকাশ পাইপের খোলা গুলি জাল দিয়ে বন্ধ করে দিন যাতে সাপ ঢুকতে না পারে	উদ্ধার অভিযানের ছবি ও ভিডিও তোলার চেষ্টা করবেন না। সাপ উদ্ধারকারীদের পর্যাপ্ত জায়গার অনুমতি দিন এবং তাদের চারপাশে ভিড় করবেন না
সাপের জন্য বর্ষাকালে স্নানকক্ষ এবং কোমড ব্যবহার করার আগে পরীক্ষা করুন	জলনিকাশ পাইপ খোলা রেখে দেবেন না কারণ বর্ষাকালে এটি ব্যবহার করে সাপ আপনার বাড়িতে প্রবেশ করতে পারে

ভারতে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রশমনে ইন্দো-জার্মান সহযোগিতা
২০১৭-২০২৩
একটি সমন্বয়পূর্ণ সহাবস্থান গ্রহণে
ভারতে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রশমনের পদ্ধতি

সাপ

সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে শান্ত রাখুন, কামড়ানোর জায়গাটি স্থির করুন এবং অবিলম্বে এমন একটি হাসপাতালে নিয়ে যান যেখানে বিষ প্রতিরোধক চিকিৎসা পাওয়া যায়

বাসস্থান

খোলা স্থান, ঘাস যুক্ত ঝোপঝাড় এলাকা, কৃষি জমি, গাছের ফাঁপোর, বন এবং শহর সহ মানুষের আবাসস্থল

প্রজাতির সমৃদ্ধি

ভারতে প্রায় ৩০০ প্রজাতির সাপ পাওয়া যায়। ভারতে সাপ আইনত সুরক্ষিত

বড় ৪

বেশিরভাগ সাপ নিরীহ। বেশিরভাগ মৃত্যুর জন্য মাত্র চারটি সপের প্রজাতি দায়ী

সাধারণ কেউটে / স্পেক্টাকলেড কোবরা

নাজা নাজা
নিউরোটক্সিক বিষ

গাঢ় বাদামি থেকে কালো শরীরের রং, এর সাথে বড় আকারের সাপ। সতর্ক করা হলে, সাপ তার মাথা তোলে এবং প্রতিরক্ষায় তার ফনা ছড়িয়ে দেয়। পেছনের শরীরের খোলশ মসৃণ এবং ডিম্বাকৃতির হয়। হুড মার্কিং কিছু সাপের মধ্যে পরিষ্কার দর্শনীয় চিহ্ন থেকে কোন হুদ চিহ্ন পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়

- সন্ধ্যার সময় কার্যকলাপের মাত্রা বেশি থাকে
- সাধারণত কৃষি জমিতে পাওয়া যায়, শিকারের জন্য এবং আশ্রয়ের সন্ধানে বাড়িতে প্রবেশ করতে পারে
- কেউটে ফোস শব্দ এবং উত্থাপিত ফনা প্রদ্যুত প্রতিরক্ষামূলক এবং সতর্কতার সংকেত
- কামড় বেদনাদায়ক এবং কামরের স্থান ফুলে যেতে পারে, ক্ষত থেকে অবিরত রক্তপাত হতে পারে। রোগীর বমি হতে পারে, শ্বাস নিতে অসুবিধা হতে পারে এবং দৃষ্টি ঝাপসা হতে পারে
- বিষের কারণে অসারতা, শ্বাসযন্ত্র এবং হৃদযন্ত্রও বন্ধ হয়ে যেতে পারে

কমন ক্রাইট

বুঙ্গারাস সিরুলিয়াস
নিউরোটক্সিক বিষ

কালো বা নীলা কালো দেহের মাঝারি আকারের সাপ যার শরীরে পাতলা দুধ-সাদা ডোরা কাটা (প্রায়শই জোড়া থাকে)। ডোরাগলি ওপরের দিকে অনুপস্থিত হতে পারে। আশগুলি মসৃণ এবং মেরুদন্ডীও অঞ্চলে একটি ষড়ভূজাকার আশ উপস্থিত আছে

- রাতের বেলায় সক্রিয়
- পাথরে এলাকা, ফাটল, সিমেন্টের স্লাবের নিচে, পাতার আবর্জনায়, পিপড়ে ঢিপি, ইঁদুরের গর্ত পছন্দ করে এবং প্রায়ই বাড়ির ভেতরে গর্তে লুকিয়ে থাকে
- দিনের বেলায় বিরক্ত করলে এটি কুণ্ডলী করে এবং তার শরীরের নিচে মাথা লুকিয়ে রাখে। শুধুমাত্র চরম উত্তেজনার অধীনে কামড় দেয় তবে রাতে আক্রমণাত্মক, এবং সতর্কতা ছাড়াই কামড় দিতে পারে
- প্রায়শই মেঝেতে ঘুমানো লোকেদের কামড় দেয়। কামড়টি ব্যথা হীন এবং শক্তিশালী নিউরো টক্সিক বিষের কারণে শিকার ঘুমের মধ্যে মারা যেতে পারে
- পেটে ব্যথা, ঝাপসা দৃষ্টি, ঘাম, বমি এবং কথা বলতে অসুবিধে হওয়া কামড়ের সাধারণ লক্ষণ

রাসেল'স ভাইপার

ডাবোয়া রুসেলি
হেমোটক্সিক বিষ

রুক্ষ আশ দ্বারা আবৃত পুরু দেহযুক্ত মাটিতে বসবাসকারী সাপ। মাথা ত্রিভুজ আকার, চ্যাপ্টা এবং ঘাড় থেকে আলাদা। পৃষ্ঠীয়ভাবে রঙের নকশা গভীর হলুদ, হালকা খয়েরি বা বাদামি বর্ণ নিয়ে গঠিত যার তিনটি ধাপ গারো বাদামি ছুঁপে শরীরের নিচ পর্যন্ত নেমে গেছে। এই দাগের প্রত্যেকটির চারপাশে একটি কালো বলয় রয়েছে যার বাইরের সীমানাটি সাদা হলুদের একটি বলয় দিয়ে তীব্র হয়েছে

সদ্যজাতের সম্পূর্ণরূপে কার্যকারী বিষগ্রন্থি আছে; জন্মের পরপরই আঘাত করতে পারে

- রাতের শীতল আবহাওয়ায় সক্রিয়। এটি দিনের বেলাও সক্রিয় হতে পারে
- বেশিরভাগই খোলা ঘাস-যুক্ত এলাকায় পাওয়া যায়, এই প্রাণীটি বনে, বনভূমিতে এবং চাষের জমিতেও পাওয়া যেতে পারে
- তারা ধীর এবং অলস প্রদর্শিত হতে পারে। তারা সতর্ক করার জন্য প্রেসার কুকারের সিটির মতো শব্দ তৈরি করে
- আক্রমণাত্মকভাবে ছোবল দেয় এবং উন্মোচিত ফনাগুলি বিদ্যুৎ দ্রুত
- কামোর বেদনাদায়ক রক্তপাত ঘটায় কামড়ানো অঙ্গে ফোসকা পড়ে যায়, প্রায়ই হেমোটক্সিক বিষের ফলে মাড়ি এবং চোখ থেকে রক্তপাত ঘটায়

স-স্কেলড ভাইপার/ ইন্ডিয়ান স-স্কেলড ভাইপার

এচিশ ক্যারিনেটেস
হেমোটক্সিক বিষ

মাটিতে বসবাসকারী সাপ, যেটি রুক্ষ আশে ঢাকা এবং সাথে একটি ত্রিভুজ আকারের মাথা রয়েছে। শরীরের রং, ইট লাল থেকে ধুলো বাদামের মধ্যে পরিবর্তিত হয়। মাথায় একটি তীর বা কাঁটা চিহ্ন 'X' উপস্থিত আছে

- রাতের সময় সক্রিয়, গোধূলিতে শিকার করে
- মরুভূমি, আধা-মরুভূমি, পূর্ণমোচী বনাঞ্চলে বাস করে, তৃণভূমি এবং ঝেপঝড়। দিনের বেলা পাথরের নিচে লুকোয়
- পাশ ঘুরে গতিবিধি, অঙ্গ চলার জন্য S-আকৃতিতে ভাঁজ করে
- যখন সতর্ক হয় তখন তারা একটানা পদ্ধতিতে ক্রমাগত শরীরের আশ ঘোষে আওয়াজ বের করে
- বিপদের মুখে পড়লে ক্ষিপ্রভাবে ও পরস্পর ছোবল দিতে থাকে কোন সতর্কতা ছাড়াই
- তীব্র ব্যথা, রক্তপাত, ফোসকা এবং কামড়ের জায়গায় ফুলে যাওয়া। এছাড়াও রক্তপাত ঘটায় মাড়ি এবং চোখ থেকে

বর্ষাকালে বেশিরভাগ সাপের কামড় ঘটে যখন সাপগুলি তাদের প্লাবিত গর্ত থেকে ঘন ঘন বেরিয়ে আসে এবং ঘরবাড়ি আর কৃষি ক্ষেত্রে মানুষের মুখোমুখি হয়ে ওঠে

বিষাক্ত সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে চিকিৎসা সেবার অধীনে সময় মত বিষ প্রতিরোধক প্রয়োগই একমাত্র চিকিৎসা

তুমি কি জানো ?

- সাপ ইঁদুর নিয়ন্ত্রণ করে গুরুত্বপূর্ণ বাস্তুতন্ত্র পরিষেবা প্রদান করে যা রোগ সৃষ্টিকারী এবং ফসলের ক্ষতিকারক ইঁদুরের থেকে রক্ষা করে
- সাপ মানুষের সাথে মুখোমুখি হওয়া এড়ায় এবং হুমকি বা দুর্ঘটনা বসত হামলা করলেই আক্রমণ করে
- কিছু বিষধর সাপ বিষ ছাড়াই কামড়ে দেয়, এই ধরনের কামড়কে 'শুকনো কামড়' বলা হয়
- সাপের দীর্ঘমেয়াদি স্মৃতি না থাকায় মানুষকে এড়িয়ে চলে
- প্রতি বছর ভারতে বিষধর সাপের কামড়ে প্রায় ৫০,০০০ মানুষের প্রাণ হারায়
- সাপ শিকার কে স্থির ও হজম করার জন্য বিষপ্রবিষ্ট করে। বিগ- ফোর সাপ ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণী, পাখি, সরীসৃপ এবং উভচর প্রাণীদের খায়
- সাপ তাদের কাঁটা জিহ্বা ব্যবহার করে তাদের স্বীকার এবং আশেপাশের অবস্থা বোঝে এবং বিশেষ করে তাদের শিকার কে চিহ্নিত করে
- জ্ঞানের অভাবে, সচেতনতার অভাবে ও ভয়ের কারণে নির্বিচারে সাপ মেরে ফেলা হয়
- বন ধ্বংস, সড়ক হত্যা এবং চামড়া ও মাংস শিকার সাপের জনসংখ্যার জন্য অন্যতম হুমকি
- ভয়ের কারণে নির্বিচারে সাপ হত্যাও বড় হুমকি

ভারতে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রশমনে ইন্দো-জার্মান সহযোগিতা
২০১৭-২০২৩
একটি সমন্বয়পূর্ণ সহাবস্থান গ্রহণে
ভারতে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রশমনের পদ্ধতি

german cooperation DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT
Implemented by giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Ministry of Environment, Forest and Climate Change Government of India
FOREST DEPARTMENT KARNATAKA
Directorate of Forests Government of West Bengal
Centre for Environment Education
आज़ादी का अमृत महोत्सव
LiFE Lifestyle for Environment
G20

বন্য শূকর

অবস্থান: স্বল্প উদ্বিগ্ন

এশিয়ায় বাসস্থান

ব্যাপকভাবে বিস্তৃত; জঙ্গল ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলে পাওয়া যায়

খাদ্যাভ্যাস

চারাগাছ ও মূল, ফল, পাতা, পতঙ্গ, ছোটো ব্যাঙ, সরীসৃপ এবং পচনপ্রাপ্ত মাংস। মানব এলাকার আবর্জনা ও শস্য

জীবনকাল

১২-১৪ বছর

প্রজনন

ঋতু অনুযায়ী - সাধারণত বর্ষার আগে ও পরে।

প্রজননের বয়স

৮-১৮ মাস

গর্ভধারণকাল

৩-৪ মাস

জন্ম

৪-৬ টি বাচ্চা একবারে প্রসব করে

- পুরুষের কেশর আছে যা তার পিঠ বরাবর মাথা থেকে নীচের শরীর পর্যন্ত বিস্তৃত
- বন্য শূকরের বড় বড় কুকুরের মতো কেনাইন রয়েছে যা বয়সের সাথে সাথে বাড়তে থাকে এবং বাঁকা হতে থাকে। এই কেনাইন গুলিকে কখনো কখনো টুশও বলা হয়
- সর্বভূক এবং সুবিধাবাদী খাদ্ সন্ধানী
- প্রধানত নিশাচর
- প্রতিদিন ৪-৮ ঘন্টা চরতে বা প্রতিপালনের জায়গাগুলিতে ভ্রমণে ব্যয় করে
- কোন ঘর্মগ্রন্থি নেই, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে এবং পরজীবী অপসারণ করতে ও সংবেদনশীল ত্বককে সূর্য থেকে রক্ষা করতে কাদাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় করে
- খাদ্যের জন্য মাটির স্তর খনন করে। এই অভ্যাসকে রুটিং বলা হয়
- উপড়ে ফেলে, পদদলিত করেও খেয়ে কৃষি ফসলের ক্ষতি করে
- প্রতিপালন করা হলো একটি সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, নির্জন পুরুষরা প্রতিপালনের গোষ্ঠীতে যোগ দেয়
- মানব অধ্যুষিত এলাকায় খোলা আবর্জনা স্তূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়

শ্রেণীর আয়তন

৪-১৩

শ্রেণীর গঠন

স্ত্রী তার শেষ প্রসবসহ তার পুরানো প্রসব থেকে উপ-প্রাপ্তবয়স্ক এবং মিলনকালে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের সঙ্গে থাকে

পুরুষরা ৮-১৬ মাস বছর বয়সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, মহিলারা তাদের মায়ের সাথে থাকে

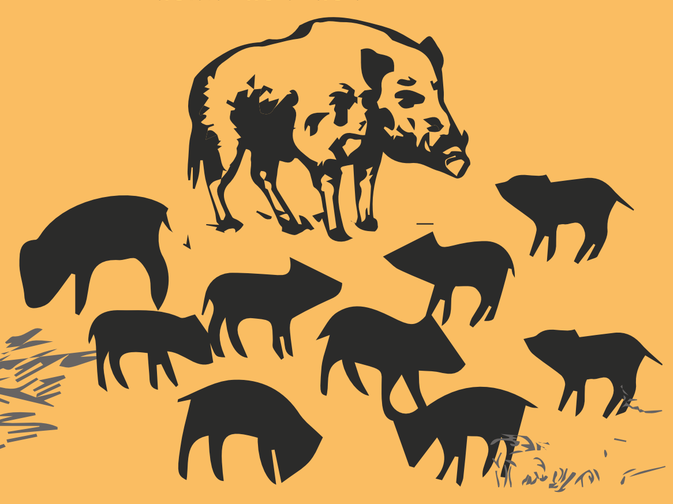

তুমি কি জানো?

- একদল স্ত্রী এবং তরুণ বন্য শূকরকে "সাউন্ডার" বলা হয়। ঋতু, বাসস্থান এবং জলের প্রাপ্যতা এবং খাদ্যের প্রাপ্যতার সাথে সাউন্ডারের আকার পরিবর্তিত হয়
- ভারতীয় বন্য শূকর হলো বন্য শূকরের একটি উপ-প্রজাতি। ঝুঁটির মতো কেশর, বড় এবং সোজা মাথার খুলি এবং ছোটো কান থাকার জন্য এগুলি ইউরোপী য়দের থেকে আলাদা করে
- বন্য শূকররা দিনের বেলা বিশ্রামের জন্য অস্থায়ী ঘুমের স্থান তৈরি করে। একটি আশ্রয়ে ১৫ জন মতো থাকতে পারে। কখনও কখনও, তারা অন্যান্য প্রাণীদের দ্বারা খনন করা গর্তও ব্যবহার করে থাকে
- বন্য শূকর হলো শীর্ষস্থানীয় মাংসাশী প্রাণীদের জন্য খাদ্যশৃঙ্খলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তারা বীজ ছড়ানোর মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্র বজায় রাখে এবং কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে রাখে
- তারা দ্রুত প্রজনন করতে পারে | বনের সীমানা থেকে দূরে কৃষিক্ষেত্র, চারণভূমি এবং ঝোপ-ঝাড়যুক্ত এলাকায় এবং গোপনে ক্ষেতে প্রবেশ করতে পারে। এটি ফসলের ক্ষতি হওয়ার ক্ষেত্রে একটি
- মানুষের আক্রমণ বেশিরভাগই ঘটে আশ্চর্যজনক মুখোমুখি হওয়ার কারণে বা যখন বন্য শূকর ফসলের ক্ষেতে কোণঠাসা হয়ে থাকে

ভারতে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রশমনে ইন্দো-জার্মান সহযোগিতা
২০১৭-২০২৩
একটি সমন্বয়পূর্ণ সহাবস্থান গ্রহণে
ভারতে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রশমনের পদ্ধতি

german cooperation DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT
Implemented by giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Ministry of Environment, Forest and Climate Change Government of India
FOREST DEPARTMENT KARNATAKA
Directorate of Forests Government of West Bengal
Centre for Environment Communication
आज़ादी का अमृत महोत्सव
LiFE Lifestyle for Environment
G20

বন্য শূকর দেখলে কী করবেন এবং কী করবেন না

কী করবেন !

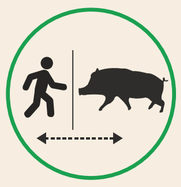

বন্য শূকরটি থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন

বন্য শূকর থাকতে পারে এমন জঙ্গল এলাকায় রাতে যেতে হলে টর্চ ব্যবহার করে দল বেঁধে জোরে কথা বলতে বলতে যান

বন্য শূকর আপনার কাছাকাছি চলে এলে জোরে আওয়াজ করুন। নিরাপদ দূরত্বে সরে না আসা পর্যন্ত প্রাণীটির ওপর নজর রাখুন

গ্রামে বা রাস্তায় বন্য শূকরের সাথে হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে পড়লে আস্তে আস্তে পিছিয়ে আসুন

বন্য শূকরের দল বা বাচ্চাসহ বন্য শূকর দেখলে গাড়ির ভেতরেই থাকুন

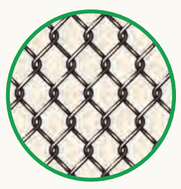

আপনার চাষের জমিকে সুরক্ষিত রাখতে মাটিতে কমপক্ষে ১ ফুট পোঁতা কংক্রিটের ভিতসহ গ্যালভানাইজড্ স্টিলের বেড়া ব্যবহার করুন

আবর্জনাপাত্র সবসময় ঢেকে রাখুন

বন্য শূকর দ্বারা আক্রান্ত হলে তৎক্ষণাৎ নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান

কী করবেন না !

প্রাণীটিকে উত্তেজিত বা বিরক্ত করবেন না, করলে প্রাণীটি আক্রমণ করতে পারে

বাচ্চা বন্য শূকরের কাছে যাবেন না, এর ফলে বাচ্চাকে বাঁচাতে বয়স্ক বন্য শূকর টি আক্রমণ করতে পারে

বিভিন্ন বনজ সম্পদ যেমন কেন্দুপাতা, মহুয়াফুল বা বাঁশ সংগ্রহ করতে একা জঙ্গলে যাবেন না

প্রাণীটিকে তাড়া বা উত্যক্ত করবেন না, করলে প্রাণীটি আক্রমণ করতে পারে

বন্য শূকর তাড়াতে পাথর ছুঁড়বেন না, এর ফলে সে আত্মরক্ষার জন্য আক্রমণ করতে পারে

বাড়ির আশপাশে বা রাস্তায় বর্জ্যপদার্থ ফেলবেন না

শৌচের জন্য জঙ্গল বা জঙ্গলের ধারে যাবেন না। বাড়ির শৌচালয় ব্যবহার করুন

চিকিৎসা নিতে দেরী করবেন না বা নিজে চিকিৎসা করবেন না। কারণ ক্ষতগুলি গুরুতর হতে পারে

ভারতে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রশমনে ইন্দো-জার্মান সহযোগিতা
২০১৭-২০২৩
একটি সমন্বয়পূর্ণ সহাবস্থান গ্রহণে
ভারতে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রশমনের পদ্ধতি